তিনধারিয়ার পথে টয়ট্রেন। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

পরীক্ষাকেন্দ্রের পাঁচিল টপকে উধাও ছাত্রী, খুঁজে আনল পুলিশ

মাথাভাঙ্গা, ১২ মার্চ ঃ বাড়ি থেকে বাবার সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে স্কুলের পাঁচিল টপকে ছাত্রীর পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। এনিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসা অভিভাবকদের মধ্যেও গুঞ্জন সৃষ্টি হয়।

শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারি পঞ্চানন স্মৃতি বিদ্যাপীঠের ছাত্রী এদিন তার বাবা রবিন বর্মনের সঙ্গে জোরপাটকি হাইস্কুল পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসে। যদিও তার সঙ্গে মাধ্যমিকের অ্যাডমিটকার্ড ছিল না। মেয়ের সঙ্গে স্কুলে এসে রবিনবাবু জানতে পারেন তাঁর মেয়ের অ্যাডমিটকার্ড না থাকায় সে পরীক্ষায় বসতে পারবে না। এরপর তিনি মেয়েকে পরীক্ষাকেন্দ্র রেখে যান খলিসামারি পঞ্চানন স্মৃতি বিদ্যাপীঠে। সেখান থেকে ফিরে এসে মেয়েকে খুঁজে পাননি। স্কুলের অন্য পরীক্ষার্থীরা জানায়, একটি মেয়েকে স্কুলের পাঁচিল টপকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে তারা। ঘটনাটি পুলিশকে জানালে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে পালিয়ে যাওয়া যাত্রীর খোঁজে তল্লাশি চালায় পুলিশ। অবশেষে বেলা আড়াইটা নাগাদ পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বড়কাউয়ারডারা গ্রামের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ওই ছাত্রী। পঞ্চানন স্মৃতি বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ওই ছাত্রী নবম শ্রেণিতে পাস করতে পারেনি। আর তাই সে দশম শ্রেণিতে পড়েইনি এবং টেস্ট পরীক্ষাও স্বাভাবিকভাবেই দেয়নি। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মকসেদুল হক জানান, নবম শ্রেণিতে অনুত্তীর্ণ হওয়ায় দশম শ্রেণিতে তার নামই ওঠেনি। তাই তার মাধ্যমিকে বসার প্রশ্নই নেই। তবে একজন নবম শ্রেণিতে অনুত্তীর্ণ ছাত্রী কেন তার বাবাকে নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে জোরপাটকি হাইস্কুলে গেল সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

যদিও ছাত্রীর বাবা রবিন বর্মনের দাবি, তাঁর মেয়ে নবম শ্রেণিতে পাস করে দশম শ্রেণিতে উঠেছে এবং যথারীতি মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষাও দিয়েছে। তবে অ্যাডমিটকার্ডের জন্য ফর্ম ফিলআপের বিষয়টি স্কুলের তরফে তাঁকে জানায়নি বলে অভিযোগ রবিন বর্মনের। রবিনবাবু আরও জানান, তাঁর মেয়ে প্রতিদিন স্কুলেও যেত। শুধু মাসখানেক অসুস্থ থাকায় সেইসময় স্কুলে যেতে পারেনি। এদিকে, মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের দেয়াল টপকে পালিয়ে যাওয়া স্কুলছাত্রীর হদিস দিতে পারায় স্বস্তিতে পুলিশ। ওই ছাত্রীকে থানায় এনে তার পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে পুলিশ।

স্কুলের সামনে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ। ছবি ঃ বিশ্বজিৎ সাহা

বাজেট পাস

প্রথম পাতার পর

বাজেট পাসের ক্ষেত্রে ২৪ জনের সমর্থন আদায় করেছিল বামেরা। কিন্তু ২০১৬ সালে অরবিন্দবাবু মারা যাওয়ায় বামেদের সমর্থন গিয়ে দাঁড়ায় ২৩-এ। এরপর আবার ৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের জয়ী কাউন্সিলার দুর্গা সিং তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় বামেরা ২২ জন কাউন্সিলার নিয়ে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। তবে গত বছর এই সংখ্যালঘু বোর্ডের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে সমর্থন করায় বাজেট পাস করাতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি মেয়র অশোকবাবুকে।

কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা সুজয় ঘটক বলেন, 'আমরা ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের বাজেটেই বলেছিলাম গরিব মানুষের ভাতা বাড়াতে। সেবার মেয়র রাজি হলেও তিনি প্রতিশ্রুতি রাখেননি। যার ফলে গত আর্থিক বছরের বাজেটে আমরা লিখিত আকারে প্রস্তাব দিয়ে বাজেটে তা সংযোজন করতে বলি। মেয়র তাতে রাজি হয়ে কথা দিয়েছিলেন, নতুন আর্থিক বছরের শুরু থেকেই গরিব মানুষের ভাতা বাড়ানো হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা বাড়ানো হয়নি।'

প্রশ্ন উঠেছে, যদি কংগ্রেস এবারের বাজেটকে সমর্থন না করে সেক্ষেত্রে কী হবে? বিগত কংগ্রেসের বোর্ড থাকার সময়ে একবার সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেস পুরবাজেটে সমর্থন না করায় বাজেট পাস হয়নি। সেক্ষেত্রে পুর কমিশনার বিষয়টি জানিয়ে দেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরকে। বাজেট পাস না হলে শুধুমাত্র পুরকর্মীদের বেতন, জঞ্জাল অপসারণ বাবদ খরচের মতো বিধিবদ্ধ খরচগুলিই করা সম্ভব হবে। এর বাইরে কোনো প্রকল্পের কাজের খরচ করা যায় না। এমনকি যেসব প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে সেই প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রে কোনো অর্থও খরচ করা যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই গোটা শহরের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম থমকে যায়।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি পুরনিগমে গত তিন বছর ধরে দুঃখের সময় চলছে। গোটা শহরে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারছে না বর্তমান বোর্ড। আমরা আগে ২০ তারিখ মেয়রের পেশ করা বাজেট দেখব। তারপর মানুষ যা নির্দেশ দেবে সেইমতোই সিদ্ধান্ত নেব।' মেয়র অবশ্য বলেন, 'আমরা চাই সব দলের কাউন্সিলাররাই বাজেটকে সমর্থন করুক। কংগ্রেসের জেলা সভাপতির সঙ্গে কথা হয়েছে আমাদের। পুরনিগমের কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতাকে গতবার যেমন বাজেট সমর্থনের জন্য চিঠি দিয়েছিলাম

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

মহারাষ্ট্রে কৃষকদের লং মার্চ কি জাতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী জোটের মঞ্চ হয়ে উঠবে ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় কি মুকুল রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন ?

হ্যাঁ	না
৪৭%	৫৩%

দিনের কথা

প্রথমবার এমন একটি শিল্প সম্মেলন ঘিরে আমরাও খুবই আশাবাদী।

–বিনয় তামাং

(দার্জিলিংয়ে 'হিল বিজনেস সামিট'-এর প্রাক্কালে)

আবহাওয়া

১২ মার্চের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৫.৩	২৩.৭
শিলিগুড়ি	২৯.৩	১৭.৪
জলপাইগুড়ি	৩০.৪	১৮.২
কোচবিহার	৩০.১	১৬.৭
মালদা	৩৪.৪	২০.৫
রায়গঞ্জ	৩১.৭	১৯.৩
আলিপুরদুয়ার	২৯.৭	১৫.৫
গ্যাংটক	১৮.৪	৯.১

মঙ্গলবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ।

সেবক-রংপো রেলপথ নিয়ে আজ দার্জিলিংয়ে বৈঠক

রাহুল মজুমদার

তিনধারিয়া, ১২ মার্চ ঃ সুপ্রিমকোর্টের ছাড়পত্র মিললেও জবরদখলের জন্য সেবক-রংপো রেল প্রকল্প নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এখনও একটিও ইট গাঁথতে পারেনি রেল কর্তৃপক্ষ। সিকিম সরকারের ছাড়পত্র মিললেও জিটিএ (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-এর ছাড়পত্র মেলেনি এখনও। এর মূলে রয়েছে বনবস্তিবাসীদের পাট্টার দাবি। তাই সেবক-রংপো প্রকল্প নিয়ে জটিলতা কাটাতে রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিল রেল। সেই বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করতেই সোমবার দার্জিলিংয়ে এসে পৌঁছেছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার (কনস্ট্রাকশন) নীলেশকিশোর প্রসাদ। রেল সূত্রে খবর, রাজ্যের ডাকেই আলোচনায় পাহাড়ে এসেছেন তিনি। সেবক-রংপো রেলপথ নিয়ে মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ে জিটিএ, রাজ্য ও রেলের একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। অন্যদিকে, আকর্ষণ বাড়াতে এবার থেকে টয়ট্রেনের সঙ্গে জুড়ছে এসি কামরা। ইতিমধ্যে চারটি এসি কামরা নিয়ে ট্রায়াল রানও হয়েছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) এপ্রিল থেকেই এসি কামরা চালু করার ভাবনা রয়েছে ডিএইচআরের (দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে)।

ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের নির্দেশিকা মেনে কাজ করার অঙ্গীকার করায় সুপ্রিমকোর্ট সেবক-রংপো রেলপথ নিয়ে ছাড়পত্র দিয়েছে। এরপর সিকিমে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেলেও পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত কাজ শুরু করতে পারেনি রেল। প্রকল্পে জিটিএ-র এনওসি (নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট) না পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে হাত গুটিয়েই বসে থাকতে হচ্ছে রেলকে। সমস্যার কথা জানিয়ে কিছুদিন আগেই রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিল রেল। মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যে শিল্প সম্মেলনে যোগ দিতে দার্জিলিং পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেলের জিএম-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সুপ্রিমকোর্টের ছাড়পত্র মিললেও পশ্চিমবঙ্গে একটা জমির সমস্যা রয়েছে। আমরা রাজ্যকে চিঠিও দিয়েছি। এর থেকে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।'

শীঘ্রই টয়ট্রেনে এসি কামরা

এদিকে, পর্যটকদের সুবিধার্থে এবার টয়ট্রেনে থাকছে এসি কামরা। দার্জিলিং থেকে এনজেপি প্রতিটি ট্রেনে থাকবে একটি করে এসি কামরা। ইতিমধ্যে চারটি এসি কামরা তৈরিও করা হয়েছে। চলতি মাসের শেষের দিকে ডিএইচআর পরিদর্শনে আসার কথা রয়েছে রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের। সূত্রের খবর, সেই সময়েই উদ্বোধন করা হবে এই কামরার। যদিও এখনও ভাড়া ঠিক করা হয়নি। তবে, এসি কামরা সহ ট্রেন চার্টার্ড করারও সুবিধা থাকছে বলে জানিয়েছেন রেলকর্তারা। ডিএইচআরের ডিরেক্টর এম নার্জারি বলেন, 'চারটি এসি কামরা তৈরি করা হয়েছে। এপ্রিলের মধ্যেই পর্যটকরা এই পরিষেবা পাবেন।'

রেজিস্ট্রার পদে ফিরলেন দিলীপ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ দীর্ঘ আট বছর ধরে চলতে থাকা আইনি জটিলতার অবসান হল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদে ফের কাজ শুরু করলেন ডঃ দিলীপ সরকার। কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কাজে যোগ দেন তিনি। এদিন উপাচার্যের সঙ্গে প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগের কর্মী, আধিকারিকরা রেজিস্ট্রারের ঘরে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। প্রশাসনিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল করাই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য, কাজে যোগ দিয়ে সেকথা জানিয়েছেন দিলীপবাবু।

২০১০ সালের ৩০ মার্চ দিলীপবাবুকে রেজিস্ট্রার পদ থেকে সাসপেন্ড করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষা নিয়ামক থাকাকালীন তিনি আর্থিক তছরুপ করেছেন, এই অভিযোগ আনা হয়েছিল দিলীপবাবুর বিরুদ্ধে। পরবর্তী সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন তৎকালীন উপাচার্য অরুণাভ বসুমজুমদার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন দিলীপবাবু। সেই মামলা গড়ায় সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত । তবে কোনো আদালতেই দিলীপ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সুপ্রিমকোর্ট মামলার রায়ে জানিয়ে দেয়, দিলীপ সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ যাচাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় যে তদন্ত কমিশন তৈরি করেছে তার রিপোর্টের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষকেই যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে সেই রায় যদি দিলীপবাবুর বিরুদ্ধে যায় তবে তিনি যথাযথ ফোরামে আবেদন করতে পারবেন। সেই রায়ের প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দিলীপ সরকারকে বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানান দিলীপবাবু। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অডিট এবং ক্যাগের রিপোর্টে কোনো অনিয়মের কথা না বলা হলেও যেভাবে একটি বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অডিট করিয়ে তছরুপের অভিযোগ তোলা হয়েছে তার বিরোধিতা করেন দিলীপবাবু। তদন্ত কমিশন তৈরির বৈধতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলে রাজ্যপালকে চিঠি দেন। সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে রাজ্যপাল রাজ্য সরকারকে ট্রাইবিউনাল গঠন করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন।

রাজ্যপালের নির্দেশ অনুসারে ২০১৬-এর ২৯ নভেম্বর ট্রাইবিউনাল গঠনের নির্দেশ জারি করে রাজ্য সরকার। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত রায়ে ট্রাইবিউনাল জানিয়ে দেয় দিলীপ সরকারের বিরুদ্ধে যে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ আনা হয়েছিল তা প্রমাণ হয়নি। যে পদ্ধতিতে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করা হয়েছে তাও সঠিক নয়। তাই দিলীপ সরকারকে রেজিস্ট্রার পদে পুনর্বহাল করার নির্দেশ জারি করা হয়। সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে শনিবার কর্মসমিতির বৈঠক করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিলীপবাবুকে তাঁর পদ ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কাজে যোগ দিয়ে দিলীপবাবু বলেন, 'প্রশাসনিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল করতে হবে। আচার্য এবং রাজ্য সরকার আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং সত্য সামনে এনেছেন। এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ।'

র‍্যাশন বাবদ দৈনিক মজুরি

প্রথম পাতার পর

'ভেবেছিলাম অসমের মতো এখানেও ন্যূনতম মজুরির খসড়া হার রাজ্য সরকার এদিনই ঠিক করে দেবে। ওই বিষয়ে কোনো আলোচনা তো হলই না। আড়াই বছর ধরে বন্ধ থাকা র‍্যাশন বাবদ মজুরি নিয়ে যে সিদ্ধান্তের কথা সরকার জানাল সেটা সেই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের। মে থেকে বলবৎ করতে বলা ওই ঘোষণায় ২০১৬-র মার্চ থেকে এ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত বকেয়া থাকা র‍্যাশনের টাকা শ্রমিকরা আদৌ পাবেন কিনা সে ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি।

চা মালিকদের শীর্ষ সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি ফর প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ)-এর সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলেন, 'শ্রমমন্ত্রী র‍্যাশন বাবদ মজুরি খাতে অন্তর্বর্তীকালীন ৯ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে আমরা এই মুহূর্তে দারুণ চাপের মধ্যে রয়েছি। সবে মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে। মন্ত্রীকে বিষয়টি বিবেচনার আর্জি জানানো হয়েছে।' টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'সিসিপিএ এব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করলে সেই মোতাবেকই কাজ হবে।' রাজ্যের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার পশুপতি ঘোষ বলেন, 'র‍্যাশন বাবদ মজুরি অন্তর্বর্তীকালীন ৯ টাকা হিসেবে আগামী মে মাস থেকে শ্রমিকদের নগদ মজুরির সঙ্গে দেওয়ার নির্দেশ মন্ত্রী এদিন দিয়েছেন। পরে যখন বিষয়টি চূড়ান্ত হবে তখন বকেয়া এরিয়ারের টাকাও শ্রমিকরা পাবেন। দ্রুত ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের চেষ্টাও চলছে।'

সংসদে হাজির কুণাল ঘোষ, জোর জল্পনা

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ ঃ তৃণমূলের সাসপেন্ডেড সাংসদ কুণাল ঘোষ দীর্ঘদিন পর আজ সংসদে পা রাখলেন। সম্প্রতি কুণালকে কলকাতা হাইকোর্ট কলকাতার বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়। এরপর তিনি প্রথমেই দিল্লি এসে সংসদে রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগ দেন। কুণাল যখন সংসদ চত্বরে ঢোকেন, সেই সময় গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ইভিএমের বিরোধিতায় তৃণমূলের ধরনা চলছিল। দূর থেকেই সেই ধরনা দেখেন তিনি। পরে রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগ দিয়ে সংসদের সেন্ট্রাল হলে আসেন। সেন্ট্রাল হলে মুখোমুখি হন প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারীর। পা ছুঁয়ে তাঁকে প্রণাম করেন কুণাল। শিশিরবাবুও তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডুর সঙ্গেও দেখা করেন কুণাল। এরপর তৃণমূলের সংসদীয় কার্যালয়ে যান তিনি। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের প্রায় সব সাংসদ। সকলের সঙ্গে চা, টোস্ট সহযোগে প্রায় আধ ঘণ্টা গল্পগুজব করেন একদা মমতা ঘনিষ্ঠ কুণাল ঘোষ। এরপর সংসদ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে বলেন, বিশেষ কাজে কলকাতায় ফিরে যেতে হচ্ছে। আগামী বৃহস্পতিবার আবারও সংসদে পা রাখবেন তিনি। দলের মুখপাত্র ডেরেক ও'ব্রায়েন জানান, তিনি আমাদের সতীর্থ, তিনি এখনও দলের সাংসদ। আজ তাঁর দলীয় কার্যালয়ে আসা নিতান্তই সৌজন্য সাক্ষাৎ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন 'ভাগ্যবান'

কাঠমান্ডু, ১২ মার্চ ঃ কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ঠিকমতোই এসেছিল ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের বিমানটি। রানওয়েতে নামার সময় হঠাৎই বিমানটি জোরে কেঁপে ওঠে। তারপর একটি বিকট আওয়াজ হয় এবং সামনের দিকে আগুন ধরে যায়। বিমানের জানলার কাচ ভেঙে বেরিয়ে কোনোক্রমে বেঁচে ফিরলেও অভিশপ্ত ওই ঘটনার কথা ভুলতে পারছেন না দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটির যাত্রী বসন্ত বোহোরা। তাই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সেই ঘটনার কথাই বারবার আউড়াচ্ছেন তিনি।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের অভিশপ্ত বিমানটির যাত্রী বসন্ত বোহরা রাসউইতা ইনটারন্যাশনাল ট্রাভেলস অ্যান্ড টুরস-এর কর্মী। তাঁর মতো বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির ১৬ জন কর্মী বিমানটিতে ছিলেন বলে বোহরা জানান। দুর্ঘটনার পর তাঁরা আদৌ বেঁচে রয়েছেন কিনা তা ভেবে শঙ্কিত বোহরা। তিনি বিমানের জানলার ধারে আসন পাওয়ায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বলে মনে করছেন। বোহরার কথায়, 'আমি জানলার ধারের আসনে বসেছিলাম। তাই জানলার কাচ ভেঙে বেরোতে সক্ষম হই।' তবে বিমানের জানলা ভেঙে বাইরে বেরোনোর পরই সংজ্ঞা হারান তিনি। ফলে কীভাবে তিনি হাসপাতালে এলেন, তা জানেন না। সংজ্ঞা ফেরার পর জানতে পারেন, তিনি নরভিক হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন। বোহরার পায়ে এবং মাথায় চোট লেগেছে। তবু এদিনের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে ফিরতে পারায় নিজেকে 'ভাগ্যবান' বলে মনে করছেন তিনি।

বাঘের আতঙ্ক, খাঁচা বসছে বেলগাছি বাগানে

নকশালবাড়ি, ১২ মার্চ ঃ বেলগাছি চা বাগানে চিতাবাঘের আতঙ্ক। রাতে বাইরে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন শ্রমিকরা। সোমবার ভোররাতে বাঘটি বাগানের গুদাম লাইনের বাসিন্দা দিলকুমার সুব্বার বাড়ি থেকে শুয়োর রাখার ঘর ভেঙে একটি শুয়োর তুলে নিয়ে যায়। সোমবার সকালে পরিবারের সদস্যরা তল্লাশি চালিয়ে বাগানের মধ্যে মৃত শুয়োরটির দেহাংশ দেখতে পান বলে দিলকুমার সুব্বা জানান। এর আগে সকালে বাগানের ২৭ নম্বর সেকশনে শ্রমিকরা চা পাতা তোলার সময় শোভা সুব্বা নামে এক শ্রমিকের ওপর বাঘটি ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওইখানে কর্মরত পুষ্পা টোপ্পো নামে অপর এক শ্রমিক পাথর ছুড়ে বাঘটিকে তাড়াতে সক্ষম হলেও আহত শোভা সুব্বা বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছেন শ্রমিক মহল্লার অনেকেই। গুদাম লাইনের বাসিন্দা রাজকুমার দাস, জিতেন শা প্রমুখ বলেন, 'বাঘের ভয়ে আমরা রাতে বেরোতে ভয় পাচ্ছি।' বেলগাছি চা বাগান সংলগ্ন কলাবাড়ি জঙ্গলের বিট অফিসার ওয়াংচু লামা বলেন, 'আমরা এ ব্যাপারে খবর পেয়েছি। একজন আহত হয়েছেন এবং একটি শুয়োর তুলে নিয়েছে বাঘ। আমরা ওখানে খাঁচা বসাব।'

অসমে পেশ ডিজিট্যাল বাজেট

গুয়াহাটি, ১২ মার্চ ঃ অসম বিধানসভায় সোমবার পেশ হল ডিজিটাল বাজেট। অন্ধ্রপ্রদেশের পর অসম দ্বিতীয় রাজ্য যেখানে কাগজ বিহীন আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করা হল। সোমবার বিধানসভায় ই-বাজেট পেশ করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। বিধায়কদের বাজেট সম্পর্কে জানাতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল সরকার। প্রত্যেক বিধায়ককে এজন্য একটি করে 'ট্যাবলেট' দেওয়া হয়েছিল। এদিন বিধানসভায় ২ হাজার ১৪৯ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেন হেমন্ত বিশ্বশর্মা। তবে লোকসভা ভোটের আগে নতুন করে কর বসানোর পথে হাঁটেননি তিনি। এবারের বাজেটকে জনগণের বাজেট বলে দাবি করেছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি জানান, সাধারণ মানুষের পরামর্শ মেনেই বাজেট তৈরি হয়েছে। অর্থমন্ত্রকের তরফে অসমবাসীর কাছে ১ হাজারের বেশি প্রস্তাব জমা পড়েছিল। বাজেট তৈরির সময় সেই প্রস্তাবগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিন টুইটার ও ফেসবুকে সরাসরি বাজেট অধিবেশনের সম্প্রচার করা হয়েছে। ভারতে এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম বলে দাবি বিশ্বশর্মার।

বাসের দাবি পরীক্ষার্থীদের

চোপড়া, ১২ মার্চ ঃ চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ ও লক্ষ্মীপুর রুটে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা না থাকাতে মাধ্যমিকের প্রথম দিনে নাকাল হতে হল পরীক্ষার্থীদের। এ ঘটনায় পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। চোপড়ার বিডিও সুবলচন্দ্র বিশ্বাস অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলেন, 'হাপতিয়াগছ এলাকায় মহম্মদবক্স হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীদের থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার থেকে ওই রুটে গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে।' সোমবার চোপড়া ব্লকের সর্বত্রই শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখানে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩৪১। তাদের মধ্যে ছাত্রী ৩৭৩৯ জন। চোপড়া হাইস্কুল ও কালীগঞ্জ হাইস্কুলকে মূল ভেনু করে আরও ৭টি সাব-ভেনু সহ মোট ৯টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এসব কেন্দ্রের মধ্যে ৭টি কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশি বিমান ভেঙে

প্রথম পাতার পর

কনট্রোলের (এটিসি) আওতায় ছিল। কলকাতা এটিসি-র আওতা থেকে বেরিয়ে ১৮ কিলোমিটার যাওয়ার পরেই বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে বলে প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ১৯৮৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশ বিমানের একটি ফকার এফ-২৭ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে গিয়ে ঢাকা বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়লে ৪৯ জনের মৃত্যু হয়। এযাবৎকালে বাংলাদেশি উড়ানের ইতিহাসে সেটিই ছিল সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা। আজকের দুর্ঘটনা হয়তো সেটিকেও ছাপিয়ে গেল।

মাঠে নামবে

প্রথম পাতার পর

হতে পারে বিজ্ঞানীদের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হল ।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য এত সব ভেবে কাজ শুরু করেননি । প্রথমে তাঁরা এমন রোবট তৈরির কথা ভেবেছিলেন যারা রাস্তায় নেমে মানুষের মতো বুদ্ধি প্রয়োগ করে বাস্তব সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবে, যেমনটা আপনি হয়তো সিনেমায় দেখেছেন অথবা বইয়ে পড়েছেন । কারখানায় অথবা দোকানে রোবটের ব্যবহার অবশ্য নতুন কিছু নয় । এখন তো বিদেশে রেস্তোরাঁতেও রোবটের ব্যবহারের কথা শোনা যাচ্ছে । আর যদি চমক সৃষ্টির কথা বলেন তাহলে তো সফিয়ার কথা বলতেই হবে । হংকংয়ের কোম্পানিতে এই রোবটকে তো সৌদি আরব নাগরিকত্ব দিয়ে ফেলেছে। বাদামি চোখের মণি, লম্বা লম্বা চোখের পাতা- সৌদির এই সফিয়া যেন সফিয়া লরেন । কিন্তু ওই পর্যন্তই । তাকে পরিচালনার জন্য কাউকে একটা দায়িত্ব দিতে হবে। টেক্সাসের বিজ্ঞানীরা তাই এতেই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না । তাঁদের প্রশ্ন, সফিয়া কি নিজের মতো রাস্তায় বেরিয়ে পারিপার্শ্বিক বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করতে পারবে ? আচমকা রাস্তায় গুলির লড়াই শুরু হলে কী করবে সফিয়া ? এ জগৎ যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলে না, তা তো সবাই জানে । তাহলে ?

তখনই বিজ্ঞানীরা রোবটের মস্তিষ্কে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রবেশ করানোর কথা ভেবেছেন । কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স । ফুটবল মাঠে নামানোর আগে বিজ্ঞানীরা তাদের দিয়ে প্রাথমিক কিছু কাজ দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে চান । যেমন, কোনো সহকর্মীকে খুঁজে আনা, বিজ্ঞানীদের কথামতো গবেষণাগারে কোনো যন্ত্র নিয়ে আসা এবং এমন আরও কিছু । অর্থাৎ নির্দিষ্ট মানুষকে চিনতে পারছে কি না, নির্দিষ্ট যন্ত্র চিহ্নিত করতে পারছে কি না । শুধু গলার আওয়াজ শুনে কোনো সহকর্মীকে চিহ্নিত করলেই চলবে না, তিনি কী বলছেন সেটাও বুঝতে হবে । নির্দেশ হলে নির্দেশ, বক্তৃতা হলে তার অন্তর্নিহিত বার্তা ।

বিজ্ঞানীরা অল্প অল্প করে ফুটবলের অনুশীলন শুরু করিয়ে দিয়েছেন । তাঁরা আন্তর্জাতিক রবো কাপের শরিক করে নিয়েছেন তাঁদের খেলোয়াড়দের । এখন তাঁদের অপেক্ষা ২০৫০ সাল পর্যন্ত, যখন তাঁদের রোবটদের পুরো দল বিশ্বজয়ীদের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ।

মাধ্যমিকে বসল ৪ দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থী

বাগডোগরা, ১২ মার্চ ঃ পৃথিবীর আলো দেখতে না পারলেও শিক্ষার আলো পেতে চায় ওরা। তাই দৃষ্টিহীনতার বাধা এড়িয়েই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল ভগবত প্রামাণিক, লক্ষ্মী দাস, সঞ্জিতা ওরাওঁ এবং যসিন্তা টোপ্পো। এই ৪ পরীক্ষার্থী এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে মুরালিগঞ্জ হাইস্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্রে।

উত্তরবঙ্গে এবছর ৮২ জন প্রতিবন্ধী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। এদের মধ্যে এই ৪ জনও রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি সময় বরাদ্দ করেছে। মুরালিগঞ্জ হাইস্কুল কর্তৃপক্ষও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখছে এই ৪জনকে। ভীমবার দৃষ্টিহীন আবাসিক স্কুলের এই ৩ পরীক্ষার্থী বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলে নাম নথিভুক্ত করে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাদের জন্য ৪ জন রাইটারও বরাদ্দ করা হয়েছে। মুরালিগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম জানান, এই ৪ জন পরীক্ষার্থীর জন্য আমরা পৃথক ব্যবস্থা করেছিলাম। যাতে ওদের কোনো সমস্যা না হয়। তাই সর্বক্ষণ নজর রাখা হয়েছিল। ওদের স্বপ্ন যাতে পূরণ হয় সেদিকেও আমরা লক্ষ্য রাখছি। এই ৪ পরীক্ষার্থীই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের। ভীমবার থেকে নিয়মিত বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করাও ওদের কাছে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। ক্ষীণদৃষ্টির আবাসিকদের হাতে ধরে বাসে যাতায়াত করে স্কুলের পড়াশোনা শুনে মনে রাখত তারা। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। শিক্ষিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় তারা। অন্যের উপর নির্ভর হতে চায় না। স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যেই তারা এগিয়ে যেতে চায়।

রাইটার নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে ভগবত প্রামাণিক। ছবি ঃ খোকন সাহা

দাবি মানলেন ফড়নবিশ

প্রথম পাতার পর

সরকারের হয়ে সাফাই দিয়ে এক মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আসলে বলতে চেয়েছেন, সমাবেশে বেশিরভাগই আদিবাসী। তাঁরা তাঁদের জল জমি জঙ্গলের দাবি নিয়ে এসেছেন। তাঁরা কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হন। এ দিন ১২ জনের একটি দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে দাবিসনদ পেশ করে। বৈঠক চলাকালীন রাজ্যের সেচমন্ত্রী গিরিশ মহাজন সাংবাদিকদের বলেন, কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা ইতিবাচকভাবে চলছে। খুব শীঘ্রই সরকার সিদ্ধান্ত জানাবে। কৃষকদের প্রায় সব দাবিই সরকার মেনে নিচ্ছে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন। এর পরই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় কৃষকদের সমস্ত দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। এরপরই বৈঠকের সিদ্ধান্তমতো কৃষক নেতারাও তাঁদের আন্দোলন প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করেন।

বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রে কৃষক বিক্ষোভ সরকারের অন্দরে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। উদ্‌বিগ্ন ছিল কেন্দ্রও। মহারাষ্ট্রের কৃষক সভার নেতৃত্বে এই কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল শিবসেনা, এনসিপি-র মতো দলও। রবিবার সকালেই কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের ছেলে আদিত্য। নাসিকের এক সভায় কেন্দ্র ও রাজ্যের কৃষক বিরোধী সরকারকে ছুড়ে ফেলার ডাক দেন এনসিপি-র শীর্ষ নেতা শরদ পাওয়ার। আলোচনা শুরু হয় সংঘ পরিবারের অন্দরেও। সোমবার কৃষকদের সমাবেশে যোগ দেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। কৃষক নেতা হান্নান মোল্লা বলেন, কেবল ঋণ মকুব করলেই তো হবে না। কৃষকরা কেন ঋণ শোধ করতে পারেন না, সেটাও সরকারকে দেখতে হবে। টুইট করে আন্দোলনকে সমর্থন করেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। তিনি নরেন্দ্র মোদি-অমিত শা-দের পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'ইগো ধরে না রেখে কৃষকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া মেনে নিন।' তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষক আন্দোলনের বিজয় কামনা করে বিবৃতি দেন। এ ছাড়া আন্দোলনের পাশে থাকার বার্তা দেয় মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা এবং আমআদমি পার্টিও। ঘরোয়া আলোচনায় বিজেপি নেতারাও মেনে নেন, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রের মতো একের পর এক বিজেপি শাসিত রাজ্যে কৃষক আন্দোলন শুভ সংকেত নয়। ঘরে-বাইরে সর্বগ্রাসী চাপের কাছে শেষমেশ মাথা নোয়াতে বাধ্য হন ফড়নবিশ।

বিজেপি শাসিত একটি রাজ্যে সমস্ত দাবিদাওয়া আদায়ে সফল হওয়াকে নৈতিক জয় হিসেবেই দেখছেন বামপন্থীরা। ত্রিপুরা বিধানসভা ভোটে বিজেপির কাছে ধরাশায়ী বামেদের জাতীয় রাজনীতিতে অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় কৃষক সভার এহেন সাফল্য বাম রাজনীতিতে অক্সিজেন জোগাবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অবশ্য কেউ কেউ বলছেন, কর্পোরেট পুঁজির হামলায় কোণঠাসা কৃষকরা আঁকড়ে ধরেছেন লাল নিশানকেই। অন্নদাতাদের এই বিশ্বাসকে কেবল সরকার নয়, দেশের বাম নেতৃত্বও মর্যাদা দিতে পারে কি না, সেটাই এখন দেখার।

মুম্বইয়ের রাজপথে লাল বিপ্লবের পর কৃষক নেতা ভিখে পাটিল জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে শুধু সূত্রপাত। এ বার তাঁরা গোটা দেশে একজোট হবেন অধিকার ছিনিয়ে নিতে। স্লোগান তুলেছেন, 'মেহেরবানি নয়, অধিকার চাই।' 'দিল্লি চলো' ধ্বনি দিয়ে লাল নিশান এগোবে রাজধানীর দিকে।

কৃষকদের দাবিসনদ

- *কৃষকদের সম্পূর্ণ ঋণ মকুব।*
- *ফসলের ন্যূনতম দাম হবে চাষের মোট খরচের অন্তত দেড়গুণ।*
- *অরণ্যের অধিকার আইনের রূপায়ণ।*
- *নদী সংযুক্তি প্রস্তাব বাতিল করে আদিবাসীদের জমি রক্ষা।*
- *লাঙল যার জমি তার।*
- *খরা কবলিত এলাকায় জলের বন্দোবস্ত।*
- *আদিবাসী-চাষিদের জমি দখল বন্ধ করা।*
- *গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের জন্য সম্মানজনক পেনশন চালু।*
- *পোকামাকড় ও শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতিপূরণ।*